JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বনফুল : সুকুমার সেনের দৃষ্টিতে
(Banaful : In the eyes of Sukumar Sen)

Chhotan Mondal
Research Scholar
Department of Bengali, University of Kalyani

Abstract: Acharya Sukumar Sen is mainly known as a linguist and literary historian. However, outside of this well-known atrium of his, he has shown deep scholarship by writing multiple essay on various topics. He has written multiple essay on Balaichand Mukhopadhyay, one of the Bengali literary figures of the 20th century. However, the overall identity of Banaful talent is available from the book titled 'Banafulere Fulban' by Sukumar Sen. Although Banaful is a doctor by profession, he has written countless poems. Wrote plays, wrote novels and stories. An excellent book introducing the diverse literary creations of Banaful is this book 'Banafuler Fulban' by Acharya Sukumar Sen.

Key Word: Literary, Poetry, Drama, Prose, Story, Painting.

Discussion:

বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) পেশায় একজন চিকিৎসক ছিলেন। কিন্ত সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর নেশা। ডাক্তার-সাহিত্যিক বনফুল প্রথম জীবনে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে হাসপাতালে যোগ দেন। কিন্তু চাকরি করলে সাহিত্যচর্চার সময় পাবেন না। এইজন্য তিনি ভাগলপুরে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি তৈরি করে সেখানে বসেই করতে থাকেন সাহিত্যচর্চা। বনফুল যেমন উপন্যাস-গল্প লিখেছেন তেমনি লিখেছেন নাটক, কবিতাও। তাঁর সৃষ্টিতে বিস্ময়ের দিকটি সার্থকভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে ড. সুকুমার সেন প্রণীত 'বনফুলের ফুলবন' গ্রন্থে।

আচার্য সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২) একজন ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা হিসেবেই সর্বজনে পরিচিত। কিন্তু তিনি সাহিত্যের ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বের অলিন্দের বাইরে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে যেমন মনোজ্ঞ ও রসজ্ঞ আলোচনা করেছেন, তেমনি বহুবিধ প্রবন্ধ ও প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালি সাহিত্য থেকে শুরু করে প্রাগাধুনিক ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ক নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে যে দু'জনকে নিয়ে তিনি একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বনফুল। যথাসম্ভব অল্পকথায় সহজবদ্ধ করে তিনি ডাক্তার-সাহিত্যিক বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'বনফুলের ফুলবন' শীর্ষক গ্রন্থে।

ড. সুকুমার সেন বনফুলকে নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তবে বনফুলের প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর *'বনফুলের ফুলবন'* গ্রন্থটি থেকে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে সাহিত্যলোক থেকে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর আগে ১৯৮১ সালে এর প্রধান অংশ ভাষণরূপে পঠিত হয়েছিল রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বনফুলের সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয় প্রকাশক এই গ্রন্থের প্রথমেই লেখক ড. সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন—

> "তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে 'ফুল' আছে অর্থাৎ (কবিতা ও কাব্য) আছে, 'বন' অর্থাৎ উপবন— ফলপ্রসূ ও ছায়াবৃক্ষও আছে। তাঁকে আমরা আমগাছের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি আমের ফল সর্বজনগ্রাহ্য, আমের ফুল মধুকর ও কবিগণ জ্ঞাত।"[১]

বনফুলের সৃজনী প্রতিভা শুধু সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, গভীর জগৎ ও জীবনদৃষ্টি থেকে তিনি যেমন কলম চালিয়েছেন তেমনি তুলিও ধরেছেন। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি তিনি ছবিও আঁকতেন। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের চিত্রশিল্পের পরিচয় স্বরূপ তাঁর অঙ্কিত কিছু ছবি এই গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হয়েছে।

'বনফুলের ফুলবন' গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে ড. সুকুমার সেন দুই জাতের স্রষ্টা সাহিত্যিকের কথা বলেছেন— এক জাত হল 'গুটিপোকার দল' আর অপর জাতটি হল 'বাবুই পাখির দল'। এই দুই জাতের প্রাণীই নিজের বাসা নিজে তৈরি করে কিন্তু বাসার ধরণ ও নির্মাণে তাদের বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়— 'গুটিপোকা-সাহিত্যিক খোঁজেন ভাবের বৈচিত্র্য' আর 'বাবুই-সাহিত্যিক খোঁজেন বিষয়ের ভিন্নতা'। বাবুই জাতের সাহিত্যিকদের রচনায় একঘেয়েমিতা থাকে না। বনফুল সম্পর্কে ড. সেনের মন্তব্য—

> "বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বাবুই জাতের লেখক। তিনি কবিও ছিলেন। কবিতা বুঝতেন, কবিতা লিখতেন। তবে তাঁর চোখ ছিল সজাগ— বাইরের দিকে, অতন্দ্রিত ভাবে শুধু অন্তরের দিকে নয়।"[২]

বিষয় বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি কাহিনি লিখেছেন কিন্তু তাতে একঘেয়েমিতা নেই, আছে 'বুদ্ধি রসের যোগান'। যথাসাধ্য ভেবে-চিন্তে দেখে-শুনে তিনি কাহিনি গড়ে তুলেছেন। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় পেশায় ডাক্তার; কিন্তু 'তাঁর মন থাকত কলমের ডগায়'। সাহিত্যের ইতিহাসে চিকিৎসক অথচ সাহিত্যিক এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অন্তন চেখভ পেশায় একজন চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তিনি নাটক লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, লিখেছেন উপন্যাসও। জোসেফ্ ক্রোনিন ডাক্তারি করতেন; কিন্তু স্কোচ ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীকৃতি পান। আবার সমরসেট মম একজন চিকিৎসক হলেও নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

বনফুলের আগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনি *'স্বর্ণলতা'*র মতো বিখ্যাত উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বনফুল ডাক্তার-সাহিত্যিক বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে লিখেছেন 'অগ্নিশ্বর' উপন্যাস। বনফুলের পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় একজন চিকিৎসক ছিলেন। সুতরাং ছেলেবেলা থেকেই চিকিৎসক পিতার আত্মীয় পরিজন, আশ্রিত ও ভৃত্যমহলের মানুষজনদের নিয়ে বিরাট সংসার তিনি দেখে এসেছেন। বিষয়ের জন্য তাঁকে পরিচিত স্থান-কাল-পাত্রের বাইরে যেতে হয় না। সংসারের অভিজ্ঞতা ও জীবনের অনুধাবন যথেষ্ট। তিনি প্রায় ৬০০ গল্প লিখেছেন। উপন্যাসও লিখেছেন প্রায় ৬০টির মতো। তাঁর উপন্যাস-ছোটগল্পগুলির বিষয়-বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। ডাক্তারি ছাত্র-জীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে লিখেছেন— *'তৃণখণ্ড'* (১৯৩৬), *'বৈতরণী তীরে'* (১৯৩৬)। পক্ষিজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস— *'ডানা'* (১৯৪৮)। আদিম মানুষের মনস্তত্ত্ব অনুশীলিত হয়েছে— *'স্থাবর'* (১৯৫১) উপন্যাসে। বিষয়ের মতো আঙ্গিকের বৈচিত্র্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপন্যাসের সঙ্গে কাব্য ও নাট্যরসের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে—*'মৃগয়া'* (১৯৪০)। বিজ্ঞানকে উপন্যাস ও কাব্যের মধ্যে দেখিয়েছেন *'ডানা'*য় (১৯৪৮)। ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্যাসের মধ্যে *'কিছুক্ষণ'* (১৯৩৭), *'ভুবন সোম'* (১৯৫৭) ইত্যাদি। বনফুলের গল্পগুলি ছোট ছোট গল্প থেকে বৃহদাকার গল্প পর্যন্ত নানা শ্রেণিতে বিভক্ত। তবে তাঁর গল্পগুলির অধিকাংশ আকারে অতিক্ষুদ্র। তাঁর এই রীতি গল্প রচনায় নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। বাস্তব জীবনের বহু বিচিত্র রূপ, অজস্র চরিত্র, সামাজিক পরিস্থিতি ও ঘটনার প্রতিনিয়ত চমকসৃষ্টি তাঁর গল্পের মধ্যে ধরা পড়েছে। তাঁর গল্পের বই— *'বনফুলের গল্প'* (১৯৩৬), *'বনফুলের আরও গল্প'* (১৯৩৮), *'বাহুল্য'* (১৯৪৩), *'বিন্দুবিসর্গ'* (১৯৪৪), *'অদৃশ্যলোক'* (১৯৪৬), *'রঙ্গনা'* (১৯৫৬), *'ছিটমহল'* (১৯৬৫) ইত্যাদি। কাব্য-কবিতার বইয়ের মধ্যে *'বনফুলের কবিতা'* (১৯৩৬), *'অঙ্গারপর্ণী'* (১৯৪০), *'চতুর্দশী'* (১৯৪০) *'করকমলেষু'* (১৯৪৯) উল্লেখযোগ্য। জীবনী-নাটক *'শ্রীমধুসূদন'* (১৯৪০), *'বিদ্যাসাগর'* (১৯৪১)। প্রহসন—*'মন্ত্রমুগ্ধ'* (১৯৩৮)। নাট্যগ্রন্থ—*'রূপান্তর'* (১৯৩৮), *'মধ্যবিত্ত'* (১৯৪৩), *'বন্ধন মোচন'* (১৯৪৮)। চিত্রনাট্য—*'সিনেমার গল্প'* (১৯৪৭)। নাটিকা—*'কঞ্চি'* (১৯৪৭) ইত্যাদি। বনফুলের বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে বাঙালি পাঠকের কাছে ড. সুকুমার সেনের বক্তব্য—

> "আজ বাঙালী পাঠক বনফুলের গ্রন্থ উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের পাঠক তা করবে না। এই আমার ভবিষ্যৎবাণী।"[৩]

'গোড়ার কথা' অধ্যায়ে সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় বনফুলের প্রতিভার উদ্ভবের কথা, বনফুল পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক সাহিত্য ঐতিহ্যের কথা বিবৃত হয়েছে। বনফুলের সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত ঘটে মূলত কবিতাচর্চার মধ্যে দিয়ে। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন এবং সেসব লেখা সেসময়ের বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে প্রবাসী, ভারতী, পরিচারিকা, কল্লোল ইত্যাদি পত্রিকায় বনফুলের লেখা কবিতা ছাপা হয়েছে আবার ফেরতও এসেছে। কবিতা প্রকাশ সূত্রেই 'বনফুল' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন। সেসময়ে অনেক ছোট বড় লেখকই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। এর পেছনে উদ্দেশ্যও ছিল যথেষ্ট। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় সাধারণত প্রকৃতি বিষয়ে কবিতা লিখতেন তাই হয়তো 'বনফুল'। এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য—

> "বলাইবাবু সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঢুকেছিলেন ভয়ে ভয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে। তাই নামও দিয়েছিলেন তেমনি নিরহংকার, নিরীহ।"[৪]

ইংরেজি 'Fiction' এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'উপন্যাস' শব্দটি সুকুমার সেন ব্যবহার করতে চাননি। তিনি কালিদাসের উক্তি থেকে 'উপন্যস্ত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর মানে 'যার বস্তু সামনে এনে গুছিয়ে দেওয়া হয়েছে সত্য বলে'। এই 'উপন্যস্ত' লেখার সূচনা ঘটে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। এরপর প্রায় একশো বছর বনফুলের কাল পর্যন্ত এই শাখার বিকাশ ঘটেছে, উপশাখা বিস্তার করেছে। এই উপশাখার একটি হল বনফুলের রচনা। সুতরাং পূর্বসূরী রচনাশৈলির মধ্যে বনফুলের রচনার বিস্তর ব্যবধান স্বাভাবিক। বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রধান রস ছিল রোমান্স। তাই 'তাঁর রচনার বিষয়বস্তু কখনোই সমসাময়িক নয়'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'উপন্যস্ত' রচনার ত্রুটি সংশোধন করে বঙ্কিম সমসাময়িক ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসকে বাস্তবমুখী করে গড়ে তুলেছেন। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রীও সেই পথ অবলম্বন করেছিলেন। এরপর অসংখ্য ছোট ছোট গল্পের সৃষ্টি করে বাংলা 'উপন্যস্ত' রচনার যুগান্তর ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন—

> "ছোট গল্পের দাপটে উপন্যাসের বহর খাটো হয়ে এল, বর্ণনার মশলার ভাগ কমে গেল, টানা ছবির দীর্ঘ পটের বদলে এর ফটোগ্রাফের গুটকে (snapshot roll)।"[৫]

রবীন্দ্র সমকালীন দক্ষ ছোটগল্প লেখকের হাতে উপন্যাসের যে রূপ দাঁড়ায় তার ভালো পরিচয় পাওয়া যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনায়। আবার রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের ত্রুটি সংশোধন করে মানুষের বিচিত্র জীবনচেষ্টাকে নিরপেক্ষ বাস্তবভাবে দেখেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর রচনা ছোট নয়, বড় গল্প। শৈলজানন্দকে অনুসরণ করেছেন এমন দু'জন লেখক জগদীশ গুপ্ত ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া আছে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসুর কথা। অপরদিকে উপন্যাস রচনার বিষয়কে আবার রোমান্সের দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

> "শরৎচন্দ্র উপন্যস্ত রচনায় বিষয়কে শুধু ঘরোয়া নয় অন্তঃপুর গত করে দিলেন যেন।"[৬]

শরৎচন্দ্রের ভাব অনুসরণ করেছেন নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া। এই সময়েই বিপরীতমুখী ভাব দেখা যায় দু'জন সমসাময়িক শক্তিশালী লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণীন্দ্রলাল বসুর রচনায়। বিভূতিভূষণের রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য 'মনকেমনের হাওয়া' (nostalgia)। এরইমধ্যে উপন্যাস রচনায় আবির্ভাব ঘটে বনফুলের। বিহারের ছাত্র ছিলেন তিনি। ১৮৯৯ সালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় তাঁর জন্ম। ডাক্তারি পড়তে আসেন কলকাতায়। বিহারের পাটনায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলে তাঁকে পাটনা চলে যেতে হয়। কলকাতায় ৬ বছরের অবস্থান তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। কলকাতায় পড়াশোনা, বন্ধু-বান্ধব, সাহিত্যচর্চা, থিয়েটার দেখা, পত্র-পত্রিকা পড়ার মধ্যে দিয়ে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। বনফুলের সাহিত্য জীবনের গুরু ছিলেন বনফুলের মেডিক্যাল কলেজের মাস্টারমশাই ডা. বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। তিনি বনফুলকে খুবই স্নেহ করতেন। এইসময়ই পরিচয় হয় 'শনিবারে চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে। তিনি বনফুলের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকের রচনাগুলির প্রকাশক ছিলেন। সমসাময়িক লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ কবিতাগুলিও প্রকাশিত হত 'শনিবারের চিঠি'তে। তিনিও একজন বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন কিন্তু বনফুলের রচনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ছিল না। বনফুল পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে ভাগলপুরে ল্যাবরেটরি খুলে বসেন এবং চলতে থাকে তাঁর সাহিত্যচর্চা। এই ডাক্তারি সূত্রেই তাঁর রচনায় সংগৃহীত হয় 'টাটকা বিষয়বস্তু'। বনফুল গোড়া থেকেই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী সুলভ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেছেন। উপন্যস্ত রচনায় সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে তুলনা প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

> "সমসাময়িক উপন্যস্ত রচনায় লেখকদের মধ্যে বনফুলই বোধ করি রবীন্দ্রনাথকে যথাসম্ভব পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলেন।"[৭]

'কবিতা'— অধ্যায়ে কাব্য-কবিতা চর্চায় বনফুলের প্রতিভার কথা আছে। বনফুলের সাহিত্য জীবনের প্রথম ফসল কবিতা। এটি শুরু হয়েছিল তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই। তাঁর কবিতা রচনার বিকাশ ঘটে সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারে চিঠি'তে। প্রথম দিকের কিছু কবিতা প্রকাশিত হয় বিখ্যাত 'প্রবাসী' পত্রিকায়। এছাড়া তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত 'কল্লোল', 'পরিচারিকা', 'ভারতী'তেও। বনফুল ভাষায় দক্ষ ছিলেন। ছন্দ নির্মাণের ক্ষেত্রেও সুকুমার সেন তাঁকে সত্যেন্দ্রনাথের পরেই স্থান দিয়েছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে আছে হাসির খোরাক। এরমধ্যে ব্যঙ্গ-বেদনার রস সৃষ্টি করে কবিতা রচনার ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বনফুলের প্রথম কবিতা গ্রন্থ— *'বনফুলের কবিতা'* ১৯৩৬ সালে রঞ্জন পাবলিকেশন হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। এটি প্রায় ৩০টি কবিতার সংকলন। বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে কবিতাগুলি রচিত। উদ্ধৃতি সহযোগে তার বিস্তর আলোচনা এখানে আছে। বনফুলের কিছু কবিতা সংস্কৃত-উদ্ভট শ্লোকের মতো সমুজ্জ্বল। যেমন— 'সাধারণতঃ'। কোনো কোনো কবিতায় ছোট ছোট স্তবকে উঠে এসেছে মানুষের জীবন কথা। সমসাময়িক বাঙালি ছেলের হাসির ছবি শব্দমালায় বন্দিত হয়েছে— 'দরদ' কবিতায়। আবার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দের ঝংকার স্বচ্ছভাবে লক্ষণীয়— 'বিবাহের ব্যাকরণ', 'বিদগ্ধ', 'ওরে ও বাঙালী' কবিতায়। রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে লিখেছেন—'চিঠির ডাক'। এটিকে সুকুমার সেন বলেছেন 'বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা'। আবার রবীন্দ্রনাথকে চ্যালেঞ্জ করে লিখেছেন— 'অপ্রস্তুত'। বনফুল বাঙালি পুরুষ নায়ক রত্নমালার কাহিনি লিখেছেন। লিখেছেন কেরাণী, দালাল, ডাক্তার, উকিল, তরুণদের নিয়ে কবিতা। সমসাময়িক দু'জন লেখিকার প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছেন— 'অ-কবিতা', 'সেকালিনী'। বনফুলের কিছু কবিতা আছে ছোটগল্পের মতো। যেমন— 'ভাদুড়ী', 'অবিনাশ', 'অন্নদা সরকার' ইত্যাদি। বিদেশি গল্পের আধারে গড়া কবিতা— 'ট্রাজেডি বৃক্ষের আর একটি ফল'। মহাভারতের বিদুর চরিত্র অবলম্বনে লেখা তাঁর দীর্ঘ কবিতা— 'মার্জার মূষিক ইত্যাদি কথা'। দেশের সমাজ-সংস্কৃতির এক চমৎকার সিম্বলিক প্যারোডি রচনার নমুনা হিসেবে তাঁর 'শালা' কবিতাটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত বনফুলের কবিতা গ্রন্থ— *'অঙ্গারপর্ণী'* (১৯৪০), *'চতুর্দশী'* (১৯৪০), *'আহবনীয়'* (১৯৪৩), *'করকমলেষু'* (১৯৪৯) – এগুলির উল্লেখমাত্র আছে। তবে কবিতার আলোচনা নেই। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রায় ১০৯টি ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন। গদ্য-কবিতায় লেখা বনফুলের উপন্যাস—'মৃগয়া'। 'ডানা' উপন্যাসেও পাখির ওপর অজস্র কবিতা লিখে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

'নাটক'— অধ্যায়ে নাট্যরচনায় বনফুলের কৃতিত্বের কথা বর্ণিত। কবিতা গ্রন্থের তুলনায় বনফুলের নাট্যরচনা অনেকটা বেশি। তবে এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা নেই। বনফুল রচিত নাট্যগ্রন্থগুলির উল্লেখ করে ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

> "নাট্য রচনায় বনফুলের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তাঁর ভাব দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ এবং ফটোগ্রাফিক তাই বর্ণনাও ছিল উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ এবং যাকে ইংরেজিতে বলে snappy। এরকম লেখকের স্টাইলের বিশিষ্ট গুণ, চিত্রময়তা।"[৮]

নাট্য রচনায় বনফুলের সবচেয়ে বেশি সাফল্যের পরিচয় পাই 'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর' জীবনী নাটক রচনার মধ্যে। বনফুলের আগে জীবনী নাটক লেখা হয়েছে। কিন্তু মহৎ ব্যক্তির জীবন কথা নিয়ে বাংলা ভাষায় নাট্য রচনা নতুন পথ দেখিয়েছে। মধুসূদন চরিত্রে নাটকীয়তার অভাব না থাকলেও বিদ্যাসাগর চরিত্রে নাটকীয়তার পরিস্ফুটনে বনফুল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

'গদ্য'— এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বনফুলের উপন্যাস নিয়ে। বনফুলের গদ্য রচনার সূত্রপাত ঘটে মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময়ই। ডাক্তারি পাশ করে বিভিন্ন স্থানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তাঁর গদ্য রচনার খোরাক জুগিয়েছে। ১৯৩৬ সালে 'বনফুলের কবিতার' সঙ্গে প্রকাশিত হয় গদ্য-পদ্যে লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাস— *'তৃণখণ্ড'*। একই সালে প্রকাশিত হয় গদ্য-পদ্যে লেখা তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস— *'বৈতরণী তীরে'*। বনফুলের এই রচনা দুটি'কে সুকুমার সেন সংস্কৃত আলংকারিকদের অনুসরণে 'চম্পু' আখ্যা দিয়েছেন। ডাক্তারি জীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে রচিত 'তৃণখণ্ড' সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্যগুলি সংক্ষেপে এইরকম—

(১) বনফুলের 'তৃণখণ্ড' পরবর্তী জীবনে সৃষ্ট 'তুঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টির বীজমন্ত্র'।

(২) 'তৃণখণ্ডে'র কাহিনি 'টুকরো টুকরো গল্পের গাঁথা ডোর'।

(৩) 'তৃণখণ্ড' প্রেমের গল্প, 'ব্যর্থ অপার্থ অযথার্থ প্রান্ত-অপরিণত প্রেমের,—বিশ্ব ট্রাজেডির'।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে প্রকাশিত বনফুলের দ্বিতীয় উপন্যাস *'বৈতরণী তীরে'*। এটি বনফুল তাঁর পিতৃদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করেছিলেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় বনফুল লিখেছিলেন—

"ইহা শুধু ভূতের গল্প নহে — বর্তমানের গল্প এবং খুব সম্ভব ভবিষ্যতেরও।"[৯]

ড. সুকুমার সেন বলেছেন, সাহিত্যের মধ্যে 'ডাক্তারি রস' আমদানি করেছেন বনফুল। 'বৈতরণী তীরে' রচনায় নায়ক ডাক্তারের মৃতদেহ নিয়ে কাজ। সেখানে মৃত ব্যক্তিরাই জীবনের দুঃখের কাহিনি বলেছে। মড়া কথা বলছে, আশেপাশে যেন মড়া ঘুরছে এরকম ভয়াবহ ভৌতিক পরিবেশকে ছাপিয়ে ধরা পড়েছে এক গভীর মানবিক আবেদন। ডাক্তারির গল্প বর্জিত সাধারণ ধরনের ছোট উপন্যাস বা বড় গল্প— *'দ্বৈরথ'* (১৯৩৭)। এটি বনফুলের তৃতীয় উপন্যাস। জমিদারি জীবনের ঘাত-সংঘাতের কাহিনি নিয়ে লেখা এই রচনা সম্পর্কে ড. সেনের মন্তব্য—

"বইটি চমৎকার রোমান্টিক কাহিনী, তবে ট্রাজেডি। ট্রাজেডি বাদ দিলে গল্পটি নেহাৎ জলো হয়ে যেত।"[১০]

বনফুল রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর লেখা *'কিছুক্ষণ'* (১৯৩৭) উপন্যাসটি। সুকুমার সেন এটিকে 'বনফুলের শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টিক উপন্যস্ত রচনা' বলে উল্লেখ করেছেন। আবার বনফুলের *'নির্মোক'* (১৯৪০)-কে বলেছেন 'জীবনী-উপন্যাস' বা 'প্যাথলজিক্যাল উপন্যাস'। গদ্য-পদ্য নাট্যরীতির সমন্বয়ে রচিত বনফুলের *'মৃগয়া'* (১৯৪০) উপন্যাসের অভিনবত্বের বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করেছেন। ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

"রচনাটি তিন ভাগে বিভক্ত— "গ্রামে", "পথে" ও "প্রান্তরে"। তিন ভাগের রচনার স্বাদ তিন রকম। প্রথম ভাগ গদ্য কবিতা, দ্বিতীয় ভাগ উপন্যাস-গল্প, তৃতীয় ভাগ নাটক (এবং নাটকের মতো কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত। এই অপূর্ব অভিনবতার জন্যে 'মৃগয়া' কে— চম্পূর অনুকরণে— "ত্রিবেণী" রচনা বলা যায়।"[১১]

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বনফুলের উপন্যাস *'রাত্রি'*। ড. সেনের মতে, এর বিষয়'খুব জটিল এবং বৈজ্ঞানিক। নারীর প্রেম ও তার আকর্ষণ শক্তির বিপরীতমুখিতার বিষম দ্বন্দ্ব'। 'সে ও আমি' উপন্যাসে সুকুমার সেন লক্ষ করেছেন, নামকরণে ও কাঠামোর ছাঁচে রবীন্দ্রনাথের 'সে' বইটির ছায়া পড়েছে। কাহিনি প্রবাহিত হয়েছে 'সে ও আমি'র কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। প্রেমের ত্রিভুজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' র প্রভাব লক্ষণীয়।

বনফুলের সবচেয়ে বড় উপন্যাস— 'জঙ্গম'। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনটি পৃথক খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকে মহাকাব্যিক উপন্যাস বলে মনে করেছেন। ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন— "বনফুল বড় উপন্যাস লিখলেও ক্যানভাসে দেশ-কাল বিস্তৃত মহাকাব্যিকতা সৃষ্টির চেষ্টা কোথাও করেননি।"[১২] শ্রীসুকুমার সেন এটিকে উপন্যাস বলতে চাননি— 'বলতে গেলে মানুষের এক বিশেষ সমষ্টির চিত্রপট, এক আধ দিনে নয়। অনেক বছর ধরে'। তবে এতে উপন্যাসের ক্ষীণ আভাসও লক্ষণীয়। নায়ক শঙ্করের পরিণতির কথা আছে। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের ভাবগত জীবন কাহিনি আছে। এছাড়া আরো সব চরিত্রও বনফুলের অল্প বিস্তর পরিচিত ব্যক্তি। দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা ও অবস্থা নিয়ে লিখেছেন— *'সপ্তর্ষি'* (১৯৪৫)। এখানে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে গান্ধীবাদীদের মতানৈকের কথা আছে। ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত নিয়ে লিখেছেন— *স্বপ্ন-সম্ভব'* (১৯৪৬)। ১৯৪২-এর কংগ্রেসের আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টির গভর্নমেন্টের দলে চলে যাওয়া নিয়ে লিখেছেন— *'অগ্নি'* (১৯৪৬)। আবার রুশীও সাম্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় গান্ধীবাদের তুলনা দেখানো হয়েছে *'মানদণ্ড'* (১৯৪৮) উপন্যাসে। আবার রোমান্স ভাবনায় লিখিত হয়েছে *'নব দিগন্ত'* (১৯৪৯)।

বনফুলের অন্যতম উপন্যাস তিন খণ্ডে প্রকাশিত ১৯৪৮ (১ম খণ্ড), ১৯৫০ (২খণ্ড) এবং ১৯৫২? (৩য় খণ্ড) – 'ডানা'। এটি পক্ষিবিদ্যা অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণমূলক একটি রচনা। সুকুমার সেন বলেছেন, "'ডানা' একটি রোমান্টিক কাহিনি। আঁকা হয়েছে পক্ষিবিদ্যাকীর্ণ চিত্রপটে একটি যেন পথভ্রষ্ট যাযাবর পাখির মানব প্রতীক মেয়েকে নিয়ে।"[১৩] এই রোমান্টিক কাহিনির সঙ্গে গ্রিক পুরাণের পের্সেউসের কাহিনিগত মিল লক্ষণীয়। বনফুলের অপর একটি উপন্যাস—*'স্থাবর'* (১৯৫১) অধ্যয়নলব্ধ হলেও তা লেখকের সম্পূর্ণভাবে কল্পনার সৃষ্ট। এ প্রসঙ্গে ড. সেন বইটির ভূমিকায় লেখা বনফুলের উদ্ধৃতির স্মরণ করেছেন। বনফুলের *'কষ্টিপাথর'* (১৯৫১) কতকগুলি চিঠির সমষ্টি। সুকুমার সেন এতে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। বনফুলের উপন্যাসের সংখ্যা আরো বিস্তর। তবে সেগুলির আলোচনা এখানে নেই।

'গল্প'— বাংলা সাহিত্যে একটি সমৃদ্ধ শাখা। সাহিত্য সংসারে সবচেয়ে ছোট এবং নবজাতক বলে 'আদর-অনাদর' দুই তার ভাগ্যে ঘটেছে। ছোটগল্পের আবির্ভাবে উপন্যাসচর্চা কিছুটা কমে আসে। ছোটগল্পে পোট্রেট অর্থাৎ ছবি ভাবিয়ে তোলে আর ক্লোজ-আপ্ অর্থাৎ চেহারা চমক সৃষ্টি করে। এই চমক বা ক্লোজ-আপ্ সৃষ্টিতে বনফুলের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ড. সুকুমার সেন বিশ্ব সাহিত্যে ছোটগল্পের এই ক্লোজ-আপ্ টেকনিকে সবচেয়ে দক্ষ লেখক আইরিশ-আমেরিকান হেন্‌রির প্রভাব বনফুলের অনেক ছোট গল্পে লক্ষ্য করেছেন। বনফুলের গল্প পড়তে সুকুমার সেনের ভালো লাগত। বনফুলের ছোটগল্প সম্পর্কে ড. সেনের মন্তব্য—

(১) বনফুলের গল্পে 'একতারা-দোতারা বাজেনি, বেজেছে বহুস্বর কলকণ্ঠ'।

(২) বনফুলের গল্পে 'কারিগরির দিকে ঝোঁক নেই, ঝোঁক আছে আস্ত জীবনের দিকে, যে জীবন বহু বিচিত্র, বহু বিসর্পিত'।

(৩) বনফুলের গল্পে 'জীবনের ছবি ফুটেছে— ফটোগ্রাফ ওঠেনি'।

(৪) উপন্যাসের মতো গল্পের মধ্যে 'ডাক্তারি রস' আমদানি করেছেন বনফুল।

(৫) বনফুলের গল্পের অপর একটি বিশিষ্টতার দিক হল 'গল্পের অনপ্রেক্ষিত অথচ সুসংগত সমাপন'।

বনফুলের ছোটগল্পের আঙ্গিক ও বিশিষ্টতার এইসব দিকগুলি নিয়ে সুকুমার সেন অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। তবে উদাহরণ সহযোগে গল্পের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এখানে নেই।

বনফুলের প্রতিভার বিশিষ্টতার অপর একটি দিক হল তিনি ছবি আঁকতেন। বনফুলের চিত্রশিল্পের পরিচয় স্বরূপ তাঁর অঙ্কিত পাঁচটি ছবি এই গ্রন্থ শেষে মুদ্রিত হয়েছে। তবে চিত্রগুলি সম্পর্কে কিছু বলা থাকলে ভালো হত। যাইহোক, ড. সুকুমার সেন যে বনফুলের ভক্ত পাঠক ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে তাঁর 'বনফুলের ফুলবন' গ্রন্থ। বনফুলের সামগ্রিক সাহিত্য সৃষ্টির পরিচায়ক চমৎকার গ্রন্থ। কবিতা, নাটক, গদ্য, গল্পের অল্পবিস্তর পরিচয় দিয়ে শ্রীসুকুমার সেন সোজাসুজি গল্পগুলি পাঠকের আনন্দ পাবার আহ্বান জানিয়ে গ্রন্থ শেষ করেছেন—

> "আর বেশি বলা নয়। রসজ্ঞ গল্পপ্রিয় পাঠককে এই আহ্বান জানিয়ে শেষ করলুম— স্বাগতং ভো মহদ্ ভোজ্যং বঃ সমুপস্থিতম্।"[১৩]

তথ্যসূত্র:

১. সেন, সুকুমার, বনফুলের ফুলবন, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৩৯০ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৬

২. সেন, সুকুমার, প্রবন্ধ সংকলন— ৫ (সুভদ্রকুমার সেন ও সুনন্দনকুমার সেন সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২৪ (প্রথম সংস্করণ), পৃ. ১৬৫

৩. তদেব, পৃ. ১৬৬

৪. তদেব, পৃ. ১৬৮

৫. তদেব, পৃ. ১৬৯

৬. তদেব, পৃ. ১৬৯

৭. তদেব, পৃ. ১৭৩

৮. তদেব, পৃ. ১৮৬

৯. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বৈতরণী তীরে, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩৫১ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৬

১০. সেন, সুকুমার, প্রবন্ধ সংকলন— ৫ (সুভদ্রকুমার সেন ও সুনন্দনকুমার সেন সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২৪ (প্রথম সংস্করণ), পৃ. ১৯৩

১১. তদেব, ১৯৭

১২. গুপ্ত, ক্ষেত্র, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৫ম খণ্ড), গ্রন্থনিলয়,কলকাতা, ২০১৩ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ১৯২

১৩. সেন, সুকুমার, প্রবন্ধ সংকলন— ৫ (সুভদ্রকুমার সেন ও সুনন্দনকুমার সেন সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২৪ (প্রথম সংস্করণ), পৃ.২০৮